টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস-এর ইন্ডিকেটরসমূহ

শেয়ার বাজারে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করার জন্য অসংখ্য ইন্ডিকেটর রয়েছে। তবে এগুলোকে সাধারণত তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী **চারটি প্রধান** ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর (Trend Indicators)

খ) মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর বা অসিলেটর (Momentum Indicators)

গ) ভোলাটাইল ইন্ডিকেটর (Volatility Indicators)

ঘ) ভলিউম ইন্ডিকেটর (Volume Indicators)

ক) ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর (Trend Indicators)

শেয়ার বাজারের ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরগুলো মূলত আপনাকে বলে দেয় যে বাজার বর্তমানে কোন দিকে যাচ্ছে—উপরে (Bullish), নিচে (Bearish), নাকি সমান্তরাল (Sideways)। এগুলোকে "ট্রেন্ড ফলোয়িং" ইন্ডিকেটরও বলা হয় কারণ এগুলো ঘটে যাওয়া মূল্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

নিচে প্রধান ৩টি ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মুভিং এভারেজ (Moving Average - MA)

এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের গড় মূল্য বের করে চার্টে একটি রেখা তৈরি করে, যা মূল্যের আকস্মিক উঠানামা (Noise) কমিয়ে ট্রেন্ড স্পষ্ট করে।

- Simple Moving Average (SMA): নির্দিষ্ট দিনের মূল্যের সাধারণ গড়।
- Exponential Moving Average (EMA): এটি সাম্প্রতিক মূল্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাই এটি দ্রুত সংকেত দেয়।
- ব্যবহার: যখন শেয়ারের দাম মুভিং এভারেজ রেখার উপরে থাকে, তখন এটি আপট্রেন্ড। যখন রেখার নিচে থাকে, তখন এটি ডাউনট্রেন্ড।

২. এমএসিডি (MACD - Moving Average Convergence Divergence)

এটি দুটি মুভিং এভারেজের (সাধারণত ১২ দিন এবং ২৬ দিনের EMA) মধ্যকার সম্পর্ক দেখায়। এটি ট্রেন্ডের শক্তি এবং দিক পরিবর্তনের আগাম আভাস দেয়।

- ➤ উপাদান: এতে একটি MACD Line, একটি Signal Line এবং একটি Histogram থাকে।
- ➤ সংকেত: * যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনকে নিচ থেকে উপরে ক্রস করে, তখন এটি কেনার সংকেত (Bullish Crossover) ।
- ➤ যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনকে উপর থেকে নিচে ক্রস করে, তখন এটি বিক্রির সংকেত (Bearish Crossover) ।

৩. প্যারাবোলিক এসএআর (Parabolic SAR)

'SAR' এর পূর্ণরূপ হলো "Stop and Reverse"। এটি চার্টে মূল্যের উপরে বা নিচে ছোট ছোট বিন্দুর (Dots) মতো দেখায়।

- ➤ ব্যবহার: * যখন বিন্দুগুলো ক্যান্ডেলস্টিকের নিচে থাকে, তখন বাজার আপট্রেন্ডে আছে।
- ➤ যখন বিন্দুগুলো ক্যান্ডেলস্টিকের উপরে চলে যায়, তখন বুঝতে হবে ট্রেন্ড পরিবর্তন হয়ে ডাউনট্রেন্ড শুরু হয়েছে।
- ➤ সুবিধা: এটি মূলত কখন শেয়ার থেকে প্রস্থান করতে হবে (Exit point) তা বুঝতে দারুণ সাহায্য করে।

কেন ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ব্যবহার করবেন?

- ➤ ভুল সিদ্ধান্ত রোধ: আবেগের বশে উল্টো দিকে ট্রেড করা থেকে বাঁচায়।
- ➤ এন্ট্রি এবং এক্সিট: কখন কিনবেন এবং কখন লাভ নিয়ে বের হবেন তা নির্ধারণ করে।
- ➤ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ: যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য শেয়ার ধরে রাখতে চান, তাদের জন্য মুভিং এভারেজ (বিশেষ করে ২০০ দিনের SMA) খুবই কার্যকর।

খ) মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর বা অসিলেটর (Momentum Indicators)

মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর বা অসিলেটরগুলো মূলত বাজারের গতির তীব্রতা পরিমাপ করে। এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করে যে একটি শেয়ারের দাম কত দ্রুত বাড়ছে বা কমছে এবং সেই গতি কি বজায় থাকবে নাকি ফুরিয়ে আসছে।

সহজ কথায়, ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর যদি বলে বাজার কোন দিকে যাচ্ছে, তবে মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর বলে সেই যাত্রায় কতটা "দম" আছে। নিচে প্রধান ৩টি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর আলোচনা করা হলো:

১. রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI):

এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় অসিলেটর। এটি ০ থেকে ১০০ এর স্কেলে কাজ করে এবং দেখায় যে একটি শেয়ার কি খুব বেশি কেনা হয়েছে নাকি খুব বেশি বিক্রি হয়েছে।

- ওভারবট (Overbought): যখন RSI ৭০ এর উপরে চলে যায়, তখন ধরা হয় শেয়ারটির দাম অনেক বেড়ে গেছে এবং যেকোনো সময় দাম কমতে পারে। (বিক্রির সংকেত)
- ওভারসোল্ড (Oversold): যখন RSI ৩০ এর নিচে নেমে আসে, তখন ধরা হয় শেয়ারটির দাম অনেক কমেছে এবং এখান থেকে দাম বাড়তে পারে। (কেনার সংকেত)

২. স্টোকাস্টিক অসিলেটর (Stochastic Oscillator)

এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে বর্তমান মূল্যের তুলনা করে। এটি RSI-এর মতোই কাজ করে তবে একটু বেশি সংবেদনশীল।

- গঠন: এতে দুটি রেখা থাকে— %K এবং %D।
- সংকেত: যখন এই রেখাগুলো ৮০ এর উপরে থাকে, তখন সেটি ওভারবট এবং ২০ এর নিচে থাকলে ওভারসোল্ড। যখন %K রেখাটি %D রেখাকে নিচ থেকে উপরে ক্রস করে, তখন সেটি শক্তিশালী কেনার সংকেত দেয়।

৩. উইলিয়ামস %আর (Williams %R)

এটি স্টোকাস্টিক অসিলেটরের মতোই, কিন্তু এটি ০ থেকে -১০০ স্কেলে কাজ করে। এটি বাজারের সর্বোচ্চ উচ্চতার তুলনায় বর্তমান সমাপনী মূল্য (Closing Price) কোথায় আছে তা দেখায়।

- সংকেত: ০ থেকে -২০ এর মধ্যে থাকলে ওভারবট এবং -৮০ থেকে -১০০ এর মধ্যে থাকলে ওভারসোল্ড। এটি খুব দ্রুত গতি পরিবর্তন ধরতে পারে, তাই শর্ট-টার্ম ট্রেডারদের কাছে এটি বেশ জনপ্রিয়।

কেন মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর ব্যবহার করবেন?

- ডাইভারজেন্স (Divergence) চেনা: যদি দেখেন শেয়ারের দাম বাড়ছে কিন্তু RSI কমছে, তবে বুঝবেন দাম শীঘ্রই পড়ে যেতে পারে। একে 'বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স' বলে।
- ইউ-টার্ন ধরা: ট্রেন্ড শেষ হওয়ার আগেই এটি সতর্কবার্তা দেয়।
- এন্ট্রি পয়েন্ট: যখন একটি আপট্রেন্ডে থাকা শেয়ার সাময়িকভাবে একটু কমে (Pullback) আবার বাড়তে শুরু করে, তখন এই ইন্ডিকেটরগুলো সঠিক এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে দেয়।

মনে রাখবেন: শক্তিশালী ট্রেন্ডের সময় RSI অনেকক্ষণ ৭০-এর উপরে বা ৩০-এর নিচে থাকতে পারে। তাই শুধু ওভারবট দেখেই বিক্রি না করে অন্য ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিয়ে দেখা বুদ্ধিমানের কাজ।

গ) ভোলাটাইল ইন্ডিকেটর (Volatility Indicators)

ভোলাটাইল ইন্ডিকেটর বা অস্থিরতা পরিমাপক ইন্ডিকেটরগুলো মূলত বাজারের মূল্যের উঠানামার পরিধি বা রেঞ্জ (Range) বুঝতে সাহায্য করে। শেয়ার বাজারে যখন অস্থিরতা বাড়ে, তখন এই ইন্ডিকেটরগুলো সংকেত দেয় যে বাজার এখন খুব দ্রুত উপরে বা নিচে নামতে পারে।

সহজ কথায়, এটি আপনাকে বলে দেয় বাজারের সমুদ্র শান্ত নাকি সেখানে বড় ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। নিচে প্রধান ৩টি ভোলাটাইল ইন্ডিকেটর আলোচনা করা হলো:

১. বলিঞ্জার ব্যান্ডস (Bollinger Bands)

এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ভোলাটাইল ইন্ডিকেটর। এটি তিনটি রেখা নিয়ে গঠিত: একটি মাঝের মুভিং এভারেজ এবং তার উপরে ও নিচে দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন লাইন।

- ➢ ব্যান্ডের সম্প্রসারণ (Expansion): যখন উপরের এবং নিচের ব্যান্ডের দূরত্ব বেড়ে যায়, তখন বুঝতে হবে বাজারে অস্থিরতা (Volatility) বাড়ছে এবং বড় কোনো মুভমেন্ট আসছে।
- ➢ ব্যান্ডের সংকোচন (Squeeze): যখন ব্যান্ড দুটি খুব কাছাকাছি চলে আসে (চিপে যায়), তখন বাজার শান্ত থাকে। তবে এটি একটি সংকেত যে—ঝড়ের আগের নীরবতা! এরপরই বড় কোনো ব্রেকআউট হতে পারে।
- ➢ ব্যবহার: ক্যান্ডেলস্টিক যখন উপরের ব্যান্ড স্পর্শ করে তখন সেটি সাধারণত অতিরঞ্জিত দাম এবং নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করলে সস্তা দাম নির্দেশ করে।

২. এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (Average True Range - ATR)

এটি সরাসরি মূল্যের অস্থিরতা পরিমাপ করে একটি সংখ্যা বা ভ্যালু আকারে। এটি বাজারের দিক (Trend) বলে না, বরং কতটুকু উঠানামা করছে তা বলে।

- ➢ উচ্চ ATR: যখন ATR এর মান বাড়তে থাকে, তখন বুঝতে হবে বাজারে বড় বড় ক্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে এবং ঝুঁকি ও লাভ উভয়ই বাড়ছে।
- ➢ নিম্ন ATR: যখন মান কম থাকে, তখন বাজার একটি ছোট সীমানার মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

- ব্যবহার: প্রো-ট্রেডাররা এটি মূলত Stop Loss সেট করার জন্য ব্যবহার করেন। অস্থিরতা বেশি থাকলে স্টপ লস একটু দূরে রাখা হয় যাতে হুট করে হিট না করে।

৩. কেল্টনার চ্যানেল (Keltner Channels)

এটি দেখতে অনেকটা বলিঞ্জার ব্যান্ডের মতোই, তবে এটি তৈরির ফর্মুলা কিছুটা আলাদা (এটি ATR-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি)।

- ব্যবহার: এটি ট্রেন্ড এবং ভোলাটিলিটি একসাথে বুঝতে সাহায্য করে। যখন ক্যান্ডেলগুলো চ্যানেলের ওপরের লাইনের উপরে ক্লোজ হয়, তখন এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ড এবং উচ্চ অস্থিরতা নির্দেশ করে।
- পার্থক্য: বলিঞ্জার ব্যান্ডের চেয়ে এটি কিছুটা কম সংবেদনশীল, তাই এটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফলো করার জন্য বেশি কার্যকর।

কেন ভোলাটাইল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করবেন?

- ব্রেকআউট ধরা: বাজার যখন দীর্ঘ সময় শান্ত থাকার পর হঠাৎ অস্থিরতা বাড়ে, তখন বড় লাভের সুযোগ তৈরি হয়।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management): বাজার খুব বেশি অস্থির থাকলে অল্প পুঁজিতে ট্রেড করা নিরাপদ, কারণ স্টপ লস হিট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- প্রস্থান বা এক্সিট: যখন দেখেন অস্থিরতা হঠাৎ চরম পর্যায়ে (Extreme Volatility) পৌঁছেছে, তখন প্রফিট বুক করার সেরা সময় হতে পারে।

একটি জরুরি তথ্য: হাই ভোলাটাইল শেয়ারে লাভ যেমন বেশি হয়, লোকসানের ঝুঁকিও তেমন থাকে। তাই নতুনদের জন্য কম ভোলাটাইল শেয়ারে ট্রেড করা নিরাপদ।

ঘ) ভলিউম ইন্ডিকেটর (Volume Indicators)

ভলিউম ইন্ডিকেটরগুলো হলো শেয়ার বাজারের "ফুয়েল" বা জ্বালানি মাপার যন্ত্র। এগুলো আপনাকে জানায় যে একটি শেয়ারের দাম যখন বাড়ছে বা কমছে, তখন তার পেছনে বড় বিনিয়োগকারীদের (যেমন মিউচুয়াল ফান্ড বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী) সমর্থন আছে কি না।

সহজ কথায়, ভলিউম ছাড়া দামের পরিবর্তন অনেক সময় "ফাঁদ" হতে পারে। নিচে প্রধান ৩টি ভলিউম ইন্ডিকেটর আলোচনা করা হলো:

১. ভলিউম বার (Volume Bars)

এটি সবচেয়ে সাধারণ এবং বহুল ব্যবহৃত ইন্ডিকেটর, যা চার্টের একদম নিচে রঙিন পিলারের মতো দেখা যায়।

- সবুজ বার: যখন আগের দিনের চেয়ে দাম বেড়ে ক্লোজ হয়, তখন বারটি সবুজ হয়।
- লাল বার: যখন আগের দিনের চেয়ে দাম কমে ক্লোজ হয়, তখন বারটি লাল হয়।
- সংকেত: যদি দাম বাড়ার সাথে সাথে ভলিউম বারগুলোও লম্বা হতে থাকে, তবে বুঝতে হবে এই বৃদ্ধি শক্তিশালী। কিন্তু দাম বাড়ছে কিন্তু ভলিউম কমছে—এমন হলে সাবধান হোন, দাম পড়ে যেতে পারে।

২. অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV - On-Balance Volume)

এটি একটি কিউমুলেটিভ (সঞ্চিত) ইন্ডিকেটর। এটি যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে দেখায় যে বাজারে টাকা ঢুকছে নাকি বের হচ্ছে।

- হিসাব: যদি আজ দাম বাড়ে, তবে আজকের সব ভলিউম আগের দিনের OBV-র সাথে যোগ হয়। দাম কমলে বিয়োগ হয়।
- সংকেত: যদি শেয়ারের দাম স্থির থাকে কিন্তু OBV লাইনটি উপরের দিকে উঠতে থাকে, তবে বুঝতে হবে বড় বড় প্লেয়াররা শেয়ারটি জমা (Accumulation) করছে। এটি একটি শক্তিশালী আগাম কেনার সংকেত।

৩. মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI - Money Flow Index)

একে বলা হয় "ভলিউম ওয়েটেড আরএসআই"। এটি RSI-এর মতোই ০ থেকে ১০০ স্কেলে কাজ করে, তবে এটি হিসাবের সময় শুধুমাত্র দাম নয়, ভলিউমকেও গুরুত্ব দেয়।

- **ব্যবহার:** ৮০-এর উপরে গেলে বাজার ওভারবট (Overbought) এবং ২০-এর নিচে আসলে ওভারসোল্ড (Oversold)।
- **গুরুত্ব:** যেহেতু এটি ভলিউম ব্যবহার করে, তাই এটি সাধারণ RSI-এর চেয়ে অনেক সময় বেশি নির্ভুল সংকেত দেয়। যদি MFI ৮০-এর উপরে থাকে এবং নিচের দিকে নামতে শুরু করে, তবে তা বড় ধরণের বিক্রির চাপ নির্দেশ করে।

ভলিউম ইন্ডিকেটর কেন অপরিহার্য?

- **ব্রেকআউট নিশ্চিত করা:** কোনো শেয়ার যখন তার দীর্ঘদিনের রেজিস্ট্যান্স ভেঙে উপরে ওঠে, তখন যদি ভলিউম অনেক বেশি থাকে, তবেই সেই ব্রেকআউট টিকে থাকার সম্ভাবনা থাকে।
- **স্মার্ট মানি ট্র্যাকিং:** সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ট্রেড করলে ভলিউম খুব একটা বাড়ে না, কিন্তু বড় প্রতিষ্ঠানগুলো লেনদেন শুরু করলে ভলিউম বারে হঠাৎ বিশাল লাফ দেখা যায়।
- **বিপরীতমুখী প্রবণতা (Reversal):** দাম যখন নিচের দিকে নামতে নামতে একদম শেষে বিশাল একটি ভলিউম বার তৈরি করে (Panic selling), তখন অনেক সময় সেখান থেকেই শেয়ারটি আবার ঘুরতে শুরু করে।